সম্প্রদানকারক

স্বচ্ছতোয়া ভিখারীকে ভিক্ষা দিতেছে। "তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে?" "অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ।" "আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বল।" উদাহরণগুলি দেখ।—স্বচ্ছতোয়া কাহাকে ভিক্ষা দিতেছে?—ভিখারীকে। এই ভিক্ষা সে কি আবার ফেরত লইবে?—নিশ্চয়ই না। সে কি বাধ্য হইয়া ভিক্ষা দিতেছে?—না, অন্তরের টানে দিতেছে। অতএব দেখা গেল যে, এই ভিক্ষাদান স্বচ্ছতোয়ার নিঃস্বার্থ দান এবং ভিখারীটি হইতেছে তাহার এই পবিত্র দানের পাত্র। সেইজন্য ভিখারীকে সম্প্রদানকারক। সেইরূপ তোমায়, অন্ধজনে, মৃতজনে, হস্তে—সম্প্রদানকারক।

৮৪। সম্প্রদানকারক: যাহাকে কোনোকিছু নিঃস্বার্থভাবে দান করা যায়, দানের সেই পবিত্র পাত্রকে সম্প্রদানকারক বলে।

সম্প্রদানকারক হইলে একই বাক্যে সম্প্রদানকারক ও মুখ্য কর্ম পাশাপাশি থাকে। সম্প্রদানকারক মুখ্য কর্মের পূর্বে বসে।

সম্প্রদানে কে (রে, এরে—কবিতায়), এ (য়, য়ে), তে, র (এর) ইত্যাদি বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয়:—দীনদুঃখীকে অন্নবস্ত্রদান পরমধর্ম। "যে ধন তোমায় দিব সে ধন আমার তুমি।" মহিলা সমিতিতে কত চাঁদা দেবেন? "বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ, সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সংকুচিত বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন।" "সর্ব কর্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর।" "ক্ষুধিতে যোগায় অন্ন, পিপাসিতে শীতল পানীয়।" কন্যা যদি দিতে হয় তো সৎপাত্রেই দেব। "আচার্যে দক্ষিণা দিল নিষাদকোঙর।" "শিবাজি সঁপিছে অদ্য তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।" "এই সে রমণী দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে চুরি করে নিয়ে যায়।" দেবতার (দেবতাকে নিবেদন করিবার) নৈবেদ্য এখনও সাজানো হয় নাই। "দেহো তাঁরে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ দান যতনে।" "কত বসন্ত যে ঢেলেছে তায় অকারণের হর্ষ।" "সবাই যারে সব দিতেছে তার কাছে সব দিয়ে ফেলি।"

মাঝে মাঝে সম্প্রদানকারকে শূন্যবিভক্তি হয়। অখিলবাবু পিতৃশ্রাদ্ধে হাজারখানেক কাঙালী বিদায় দিয়াছেন (কাঙালী—কাঙালীকে)।

সম্প্রদান ও গৌণ কর্মের বিভক্তিচিহ্ন এক হওয়ার ফলে অনেক সময় কারকনির্ণয়ে সংশয় জাগে। একই ক্রিয়া দেওয়া আবার সেই সংশয়কে বাড়াইয়া তোলে। যেমন, বৃষ্টি হচ্ছিল বলে গজেন আমায় (গৌণ কর্ম) ছাতাখানা দিল। সেইরূপ—জমিদারকে খাজনা দেওয়া, চাকরকে মাইনে দেওয়া, দোকানীকে টাকা দেওয়া, খদ্দেরকে সওদা দেওয়া, চোরাকারবারীকে মুনাফা দেওয়া, ডাকাতকে সর্বস্ব দেওয়া, পুলিসকে ঘুষ দেওয়া

প্রভৃতি স্থলে জমিদার, চাকর ইত্যাদি সম্প্রদান নয়, গৌণ কর্ম। কারণ, এখানে দেওয়া কাজটি আদৌ পবিত্র নয়। এই দেওয়ার পশ্চাতে বাধ্যবাধকতা, ভীতি, স্বার্থপরতা ইত্যাদি কাজ করিতেছে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নিঃস্বার্থ দানের নামগন্ধও এখানে নাই। সুতরাং মাত্র আকৃতি দেখিয়া কারক নির্ণয় করিলে ভুল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

আচার্য সুনীতিকুমার বাংলায় সম্প্রদানকারক তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন "বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় কেহই বাঙ্গালাতে সম্প্রদানকারক বলিয়া পৃথক্ একটি কারক স্বীকার করেন নাই। বস্তুতঃ বাঙ্গালাতে সম্প্রদানকারককে কর্মকারকের অন্তর্গত করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই, এবং তাহাই সমীচীন।" এ বিষয়ে তিনি রাজা রামমোহন রায়, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও সমর্থন উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় বাংলা ভাষায় সম্প্রদানকারকের স্বতন্ত্র অস্তিত্বস্বীকারের প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে হয়। গৌণ কর্ম আর সম্প্রদানের একাসনে স্থান পাওয়া উচিত নয়। গৌণ কর্ম গৌণই। গৌণ কর্মযুক্ত ক্রিয়াটির আসল লক্ষ্য এই অপ্রধান কর্মটির দিকে নয়—মুখ্য কর্মের দিকে। সেক্ষেত্রে কী দেওয়া হইতেছে—সেইটাই বড়ো কথা, কাহাকে দেওয়া হইতেছে—তাহা গৌণ, হীনমূল্য। কিন্তু সম্প্রদানে কী দেওয়া হইতেছে তাহা তত বিবেচ্য নয়; কাহাকে দেওয়া হইতেছে, পবিত্র দানের সেই পাত্রটিই বড়ো হইয়া উঠে। সুতরাং গৌণ কর্ম ও সম্প্রদান সমমর্যাদার দাবি করিতে পারে না।